দৈনিক সংবাদ

239

তারিখ 04 DEC 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বহুভাষী সাঁটলিপির সমালোচনা প্রসংগে

"জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি" প্রসংগে গত ২৮-১১-৮৮ তারিখের জনাবা আখতার জাহানের দৈনিক সংবাদ-এর চিঠি-পত্রটির সূত্র ধরে লিখছি। জনাবা মিসেস আখতার জাহান বহুভাষী সাঁটলিপির প্রশিক্ষণ ও বহুভাষী সাঁটলিপি প্রসংগে লিখেছেন--১ মাসব্যাপী বহুভাষী সাঁটলিপি ট্রেনিংটি নাকি একটি প্রহসন মাত্র। যদিও বিভিন্ন কলেজের সরকারী ও বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক/অধ্যাপিকাদের নিয়ে এই ট্রেনিংটি হচ্ছিল; কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছেয় খুবই আগ্রহ নিয়ে গিয়েছিলেন প্রশিক্ষণ নিতে।

যেহেতু জনাবা আখতার বিদেশী একটি সংস্থায় ইংরেজী গ্রুপের শিক্ষক--তাই ধরে নেয়া যায় তিনি শুধুই ইংরেজী সাঁটলিপিতে অভিজ্ঞ; তাও শুধুমাত্র টিচিং-এর ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি তাঁর পত্রে বহুভাষী সাঁটলিপির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, বাংলা খণ্ডটি অজস্র ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর। অন্যদিকে বলেছেন যে, ১০০ ভাগই নাকি পূর্বের ইংরেজী গ্রেগের সঙ্গে একরকম সাধু ও চলতি ভাষায় এতে অসুবিধে হয়, এতে x-এর নীচের অংশ দেখানো হয়েছে, সূত্রের সংগে মোটেই মিল নেই ইত্যাদি। আমাদের দেশীয় ভাবধারায় নিজস্ব একটি বই দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি একবারও লিখেননি যে এটা বহুভাষীর ১ম প্রকাশনা, ১ম প্রকাশনায়ই বহুভাষী দেশে-বিদেশে কি অবদান রাখতে পেরেছে।

সাধু ও চলতি ভাষার মিশ্রণ হয় ভাষাগত জ্ঞান-এর সীমাবদ্ধতার কারণে। শর্টহ্যাণ্ড-এর সাধু-চলতি শিক্ষার্থীদের ভাষাগত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করছে। তিনি নির্দিষ্টভাবে পাঠ উল্লেখ করলে বুঝা যেত। এজন্য যে কোন পদ্ধতির শর্টহ্যাণ্ডই হোক যার যতটুকু ভাষাগত জ্ঞান থাকবে সে ততটুকু দ্রুত আগাতে পারবে। x-এর নীচের অংশ দিয়ে বহুভাষীতে x দেখিয়ে পূর্বের "s" এসই রয়ে গেছে এবং এই "x" দিয়ে বাংলায় অক্স, বক্স, কক্সেজ বাজার ইত্যাদি এই ধরনের শব্দগুলোও লিখেছেন।

মিসেস জাহান লিখেছেন যে, 'সূত্রের সঙ্গে একেবারেই মিল নেই।" একেবারেই যদি মিল না থাকে তাহলে কিভাবে একটি বই দিন দিন দেশে বিদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে? ব্যবহারিক বিষয়ের পার্থক্য পাঠকরা এত অল্প সময়ে ধরে নিতে পারে যে খুব একটা মৌখিক যুক্তির প্রয়োজন হয় না--তাই বহুভাষীতে সূত্র সংক্ষেপে দেখিয়ে ছন্দে ছন্দে ব্যবহারিক কাজগুলো দেখিয়েছেন আর এটার জন্যই বহুভাষী এত আলোড়ন সৃষ্টি করে চলছে। অন্যদিকে গ্রেগের এতগুলো খণ্ড তৈরী হওয়া সত্ত্বেও কমন phrase-গুলো এখনও পুরো লিখতে হয়। যেমন IN ORDER, TO BE, -- TO THE এই ধরনের শব্দ লিখতে সাত, আটবার হাত উঠা-নামা করতে হয়, অথচ বহুভাষী লিখতে মাত্র একবার হাত উঠা-নামা করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য, যে সমস্ত সরকারী কলেজের অধ্যাপক/অধ্যাপিকাগণ এবিষয়ে ট্রেনিং নিচ্ছেন তাঁরা অনুরূপ কোন মন্তব্য করেননি।

অনেকগুলো Phonetic sign আছে সেগুলো যদি কেউ একবার ট্রেনিং নিতে গিয়ে ক্লাসে অমনোযোগী থাকে তাহলে দু'বার বুঝে নিলেই ধরতে পারবে। এগুলোকে একটি শব্দের অংশ বলা হয়। আগে পরে মিলে অর্থ হয়। যেমন: Sha (স) পূর্বের Ish (ইস) এবং পিটম্যানের Ing (ইঙ্গ) ইত্যাদি। একটি উদারহণই যথেষ্ট, যেমন: 'স' না পড়ে পূর্বের 'ইস' পড়লে বাংলায় যদি 'সভা' লিখা হয় তাহলে ইংরেজীতে হবে ইসভা। সুতরাং এটা অর্থবোধক শব্দ নয়।

অতএব বহুভাষী সাঁটলিপি শুধুমাত্র একটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সমালোচনা করলে বার বার আমাদের মত দরিদ্র দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা ঠকবে। অন্যদিকে সমালোচনাটি হবে শুধুই একতরফা এবং অনেকটা অস্পষ্ট ও আংশিক।

মো: আজিজুর রহমান,
পরিচালক ও কোর্স সমন্বয়কারী (শর্টহ্যাণ্ড, পিটম্যান, গ্রেগ, বহুভাষী, (বাংলা, ইংরেজী)।

শিক্ষার পরিবেশ চাই

দিন দিন শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ছাত্র সংঘর্ষ বাড়ছে আর একটুখানি ছাত্র সংঘর্ষ হলেই অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। সংঘর্ষের কারণ নির্ণয় করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেয়া হচ্ছে বন্ধ ঘোষণা করে পরিবেশ শান্ত করা যাবে না। যেভাবে ছাত্র বেড়েছে সেভাবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বাড়েনি। কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি, শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন।

নন্দকিশোর
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার প্রসঙ্গে

গত ১৮।১১।৮৮ তারিখে চিঠিপত্রের পাতায় নটরডেম কলেজের রাহাত আইয়ুবের লেখা উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার সংক্রান্ত একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই আমি চিঠির বক্তব্যকে সমর্থন করছি। চিঠিতে ক্যালকুলেটর ব্যবহারের বিপক্ষে শিক্ষা বোর্ডের দেখানো যুক্তি দুটোকে সুন্দরভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। এ স্তরে পদার্থবিদ্যায় যে সকল অংক থাকে তা মেধা নির্ণয়ের জন্য, তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগ ছাত্র-ছাত্রী করতে পারছে কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য, সেক্ষেত্রে বড় বড় যোগ-ভাগ করার ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে অযথা পরীক্ষার মূল্যবান সময় নষ্ট কোনমতেই কাম্য হতে পারে না। আবার কিছু দু:সাহসী ছাত্র গোপনে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করায় তাদের সাথে সুবোধ ছাত্রদের যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা ছাত্রদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে।

ক্যালকুলেটরের দাম সম্পর্কে পত্রলেখক পাঠ্যপুস্তকের দামের সাথে যে তুলনা করেছেন তা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন মনে জাগে তা হলো, যখন ছাত্রবেতন দ্বিগুণ হওয়া, বই-খাতা-কাগজের দাম বহু বৃদ্ধি পাওয়াসহ শিক্ষার প প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী না প্রকার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখ শিক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্তার ভাবেন না এসব বাড়িতে খরচ দিয়ে ছাত্রদের পড়ালেখা চালানো সম্ভব কিনা, কিন্তু যে সিদ্ধান্তে ছাত্রদের সুবিধা হতে পারে সেক্ষেত্রে কর্তাদের কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ অনিবার্য হয়ে পড়ে কেন?

পরিশেষে ১৯৮৯ সালের পরীক্ষার পূর্বেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহারের অনুমতিদানের দাবী জানাচ্ছি।

অনুপমা শেখ
বেগম বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা বিদ্যালয়, ঢাকা।

এস এ এস পরীক্ষায় বাংলায় প্রশ্নপত্র চাই

বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক অডিট বিভাগের এস, এ, এস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংরেজীর পাশাপাশি আজও বাংলায় চালু হয় নাই।

অডিট বিভাগের পদোন্নতির জন্য এস,এ,এস পরীক্ষার বইগুলি মান্ধাতার আমলের হইলেও পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট টেক্সট বইগুলি নোট বই হিসাবে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে এবং তাহা বর্তমান বাজারে পাওয়া যাইতেছে।

উক্ত বা: ম: হি: নি: ও নি: সদয় হইয়া উক্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লেখার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাবধি ইংরেজী প্রশ্নপত্রের পাশাপাশি বাংলায় প্রশ্নপত্র ছাপানোর নির্দেশ প্রদান করেন নাই।

ডিসেম্বর '৮৮তে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলায় ছাপানোর জন্য সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জনৈক পরীক্ষার্থী।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিন

গত ১৭-১১-৮৮ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষে ২ জন ছাত্র নিহত ও ৭০ জন ছাত্র আহত হয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। এভাবে যদি বছরের মধ্যে ৭।৮ মাস বন্ধ থাকে তাহলে আমাদের শিক্ষাজীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। এদিকে বন্ধের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছিল ২য় বর্ষ ও মাষ্টারস পরীক্ষা এবং পুরাতন প্রথম বর্ষ ও অনার্স পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল, পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এসব পরীক্ষা যে কবে হবে তা একমাত্র উপরওয়ালা জানে। আমাদের পিতা-মাতা আজ হতাশাগ্রস্ত। অনার্স কোর্স তিন বছরের, কিন্তু সময় লাগে ছ থেকে সাত বছর। এই মূল্যবান তিন বছর সময় কোথায় পাব আমরা। চাকরির ক্ষেত্রে আবার বয়স নির্ধারিত করা আছে ২৭ বছর। মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন, আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব ব্যবস্থা নিলে আমরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবো। যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হোক। সেসব ছাত্র ছাত্র নামের কলংক, প্রকৃতপক্ষে তারা ছাত্র কিনা তাও ভেবে দেখার বিষয়। শুটি কয়েক সন্ত্রাসবাদী ছাত্রের জন্য আজ আমাদের এ অবস্থা।

তাই আমরা আশা করি আমাদের শিক্ষা জীবনের কথা চিন্তা করে মাননীয় প্রেসিডেন্ট অবিলম্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সংশ্লি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিবেন যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করারও আবেদন জানাচ্ছি।

সুকান্ত সাহ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যাল
রাজশাহী